দৈনিক বাংলা

৬৯

তারিখ ৫।১১।৮১
পৃষ্ঠা

সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন

১৯৮১ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পরীক্ষার বাংলা (জাতীয় ভাষা) প্রশ্নে কবিতা সংগ্রহ থেকে একটি সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন নির্বাচন করে পরীক্ষায় অংশ গ্রহণকারী ছাত্রছাত্রীদের ভীষণ দুর্ভোগের মধ্যে ফেলা হয়েছিল। এমনিতেই ডিগ্রী ক্লাসে মধ্য ও আধুনিক যুগ মিলিয়ে কবিতা সংগ্রহে অনেকগুলো কবিতা নির্বাচিত—যা অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরই অনায়ত্ত। তার উপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সোনার তরীর নিরুদ্দেশ যাত্রা নামক সিলেবাস বহির্ভূত কবিতাটি নির্বাচন করে পরীক্ষার্থীদের আরেক দফা পিছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা হয়েছে।

আমরা ভেবে বিস্মিত হই, এতগুলো কবিতা সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্ত্বেও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্ন নির্বাচনকারী কি করে বাইরে থেকে একটি কবিতা প্রশ্নের জন্যে নির্বাচন করলেন; এতে কি প্রমাণিত হয় না যে প্রশ্ন নির্বাচনকারী সিলেবাসের খোঁজ-খবর না নিয়েই (খেয়ালখুশী মতো) প্রশ্ন করেছেন? যদি এমন হয় যে ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যিক উৎকর্ষ যাচাই করার উদ্দেশ্যেই এমন প্রশ্ন করা হয়েছে তবে সে কথা ভিন্ন। কিন্তু বোধগম্য কারণেই আমরা তাও সমর্থন করতে পারি না। কেননা, এটা অনার্স কোর্স নয়, পাস কোর্সের প্রশ্ন তাই এরকম সিলেবাস বহির্ভূত প্রশ্ন নির্বাচনের জন্যে (ভুল ত্রুটি যাই হোক তা স্বীকার করে) ছাত্রছাত্রীদের দিকে লক্ষ্য রেখে অন্তত কবিতা সংগ্রহ অংশটিতে সুবিবেচনা করার জন্যে আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমীপে আহ্বান জানাই।

—আজিজুল হক
প্রভাষক, বাংলা বিভাগ
সরিষাবাড়ি কলেজ, জামালপুর